14-8-43

চরিত্র-লিপি

বেলা রায়	রমলা / জহর
মোহন	
মিঃ রায়	মনোরঞ্জন
লীলা	পূর্ণিমা
অমিত রায়	প্রমোদ
সঞ্জীব চৌধুরী	বিভূতি গাঙ্গুলী
রুক্মা	প্রভা

কুমার মিত্র, কালী সরকার, প্রফুল্ল দাস, কালীগুহ, গোরাচাঁদ গুপ্ত, কেনারাম ব্যানার্জ্জি, রেবা, নমিতা প্রভৃতি

সংগঠনকারীগণ

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা	কালী প্রসাদ ঘোষ
সহকারী পরিচালক	বিজয় গুপ্ত
চিত্রশিল্পী	বিভূতি দাস
সহকারী	দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দধর	মান্নালাল লাটিয়া
সহকারী	সুনীল ঘোষ ও কৃষ্ণ প্রধান
সুরশিল্পী	শচীন দেব বর্ম্মণ
সহকারী	কালি সেন
সঙ্গীত রচনা	শৈলেন রায়
রসায়নাধ্যক্ষ	জগৎ রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদক	সুকুমার মুখার্জ্জী
প্রধান কর্ম্মসচীব	সুখেন্দু বিকাশ ঘোষ
ব্যবস্থাপক	এল, এইচ, হাথী ও পূর্ণেন্দু চৌধুরী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

জজ সাহেবের নাতনীর সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি বুঝি ?—

সেই যে বেঁটে সেঁটে গোল গাল জাপানী প্যাটার্নের মেয়ে—ভব্য, সভ্য, ভদ্র, নম্র, শিক্ষায় বুদ্ধিতে দীক্ষায় উজ্জ্বল, দীপ্ত জীবনের স্পন্দন যার সর্ব্বদেহে উছলে পড়ে, আর সব সময়েই একটা আদর্শ কিছু করবার খেয়াল যাকে চরকীর মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় !

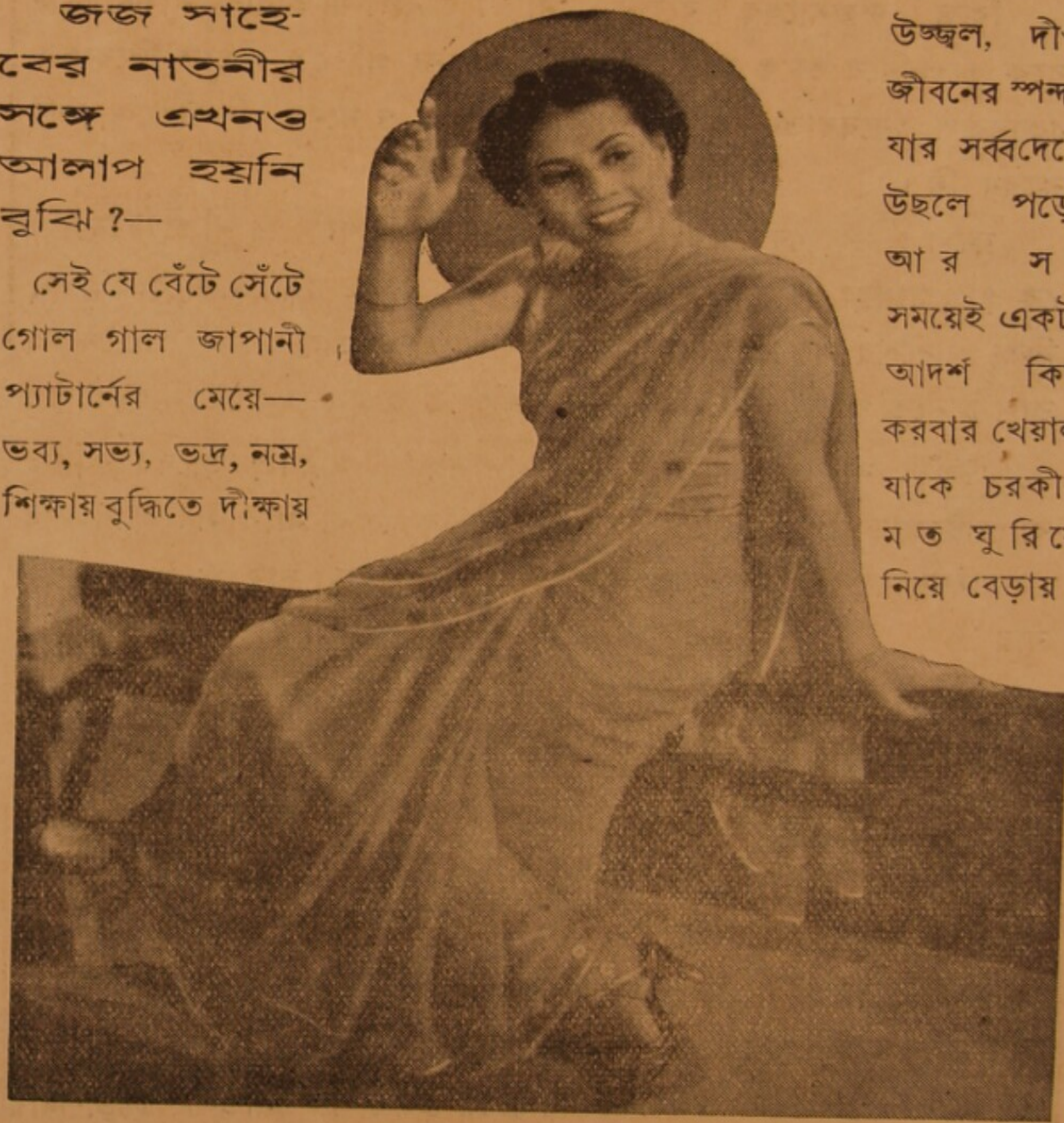

লোকে বলে জজসাহেব আদর দিয়ে দিয়ে তাঁর নাতনীটির মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন।

কিন্তু জজসাহেব বলেন, "না"! বাপ-মা-হারা নাতনীটিকে বুকে তুলে নিয়ে তাকে তার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়তে দিয়েছেন, কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করে তার দেহ ও মনের বিকাশকে খর্ব্ব করেন নি।

ফলে ?— যে মেয়েটি গড়ে উঠলো, তার খেয়ালের ধাক্কা সামলায় কে ? স্বাধীন তার প্রকৃতি, দুর্জ্জয় তার অভিমান, তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি, কিন্তু আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত !— এ মেয়ের রাশ টান্‌তে পারে, এমন নাতজামাই খুঁজতে জজসাহেব তো নাজেহাল।

উহুঁ, বাঙ্গালী বর নাতনীর পছন্দ নয় ! কারণ ? তাদের কারুর বা পেটজোড়া পিলে, কেউ বা ডিস্‌পেপ্‌টিক, তারা নাকি সব ক্ষীণজীবি — ফিন্‌ ফিনে লম্বা কোঁচা আর আদ্ধির পাঞ্জাবী সার, ফুঁ দিলে উড়ে যায় !

হ্যাঁ !—গাঁট্টা গোট্টা ইয়া গাল-পাট্টা ওয়ালা একটা জাঁদ্‌রেল গোছের পাঞ্জাবী বর হলে নাতনীর মনোমত হয় ! নাতনীর যুক্তিও অকাট্য ! বলে—বাঙ্গালীর আছে বুদ্ধি, আর শক্তির আধার ঐ পাঞ্জাবী। অতএব বাঙ্গালী-পাঞ্জাবীর মিলন একটা আদর্শ মিলন। সন্তান যা জন্মাবে, তা একাধারে পাবে পাঞ্জাবীর শক্তি ও বাঙ্গালীর বুদ্ধি। অতএব ভারতকে উন্নত কর্ত্তে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মুখ চেয়ে এই বিবাহই কর্ত্তব্য—জাতীয় দায়ীত্বের দাবী বললেও চলে ! নাতনীই এর পথ দেখাবেন ! ভারত উদ্ধারের এর চেয়ে সুগম পথ নাতনী ছাড়া আর কেউ ভেবে বের কর্ত্তে পেরেছে কি ?

জজসাহেবের তো মাথায় হাত। তিনি এখনো নাতনীর মতো অতটা উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারেন নি। আন্তর্প্রাদেশিক বিয়েতে তাঁর মত নেই। বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে একেবারে—না, না, এ তিনি বরদাস্ত কর্ত্তে পার্ব্বেন না। ছুটলেন বন্ধু সঞ্জীব চৌধুরীর বাড়ী।

পরামর্শ হলো চৌধুরীর নাতনী লীলার সঙ্গে। লীলার মোহনদাকে রাজী করানো হলো—এক নকলপাঞ্জাবী সেজে নাতনীটিকে ঘাবড়ে দিয়ে আসতে—যাতে করে পাঞ্জাবী বিয়ের নামও মেয়েটি আর মুখে না আনে।

মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। পরামর্শ মত মোহন এইসা এক গোঁয়ার কাণ্ডজ্ঞানহীন পাঞ্জাবী সেজে নাতনীর সামনে হাজির হলো যে, নাতনীতো কেঁদে কেটে দৌড় !

সবাই হেসে হাঁফছেড়ে বাঁচলো, কিন্তু নাতনীর ঘাড়ের ভুত ছাড়লো কৈ ? নাতনীর ক্লাব আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সেখানে তার মুখ

দেখানো যে ভার—তার উপর ভারত উদ্ধার—সেটাও বাকী থেকে গেলে জীবনে হোল কি ? অতএব সকলকে চমকে দিয়ে নাতনী ফতোয়া জারী করলেন, ঐ আকাট মুখ্যু গোঁয়ার পাঞ্জাবীটিকেই বিয়ে করবেন।

ভারত-উদ্ধারের জন্য নিজের এই ক্ষুদ্র জীবনটুকু বলি দেওয়া, নাতনীর পক্ষে এমনই কি শক্ত?

মোহন বেঁকে দাড়ালে। সে ঐ খেয়ালী স্ক্রু ঢিলে মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে রাজী নয়,—তার কল্পনার আদর্শ হচ্ছে এক কর্ম্ম নিপুণা গৃহলক্ষ্মী,

—এসব মোমের পুতুল আধুনিকাদের সে বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না! তাছাড়া এ ভাবে নকল পাঞ্জাবী সেজে বিয়ে করাটাই একটা প্রতারণা—তাতে সে রাজী নয়।

জজসাহেব ও পড়েছেন ফাঁফরে। নকল পাঞ্জাবীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া তবু সহজ; কিন্তু বিয়ের পর একথা কিছু চাপা থাকবে না! —তখন নাতনীটিকে সামলাবে কে?— যে খেয়ালী মেয়ে, আর যে কুরুক্ষেত্র বাধাবে সে, তার কল্পনা মাত্রেই বুড়ো শিউরে চোখ বন্ধ করলো!

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু একটা নকল বিয়ের আয়োজন কর্ত্তেই হ'লো। উপরোধে পড়ে মোহনকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হলো। বিয়ের

কনে সাজানো হচ্ছে যখন, তখন বাইরে একটা রব উঠলো—"বর এসেছে বর এসেছে!" বর দেখতে গিয়ে সবারই চক্ষু স্থির। নাতনীকে টেনে নিয়ে তার পিসিমা দেখালে—বর এসেছে তার পূর্ব্ব বিবাহিতা দুই স্ত্রী ও একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে!

হতভম্ব নাতনী সেই যে সামনের দিকে দিল ছুট—একেবারে মোটরে—তার-পর ট্রেণে—তারপর কোথা

দিয়ে কোথায় যে গেল, জজ সাহেব তার হদিশ পেলেন না। মুহূর্ত্তে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, তাতে মোহন হ'লো অপ্রস্তুত। এতটার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিলো না। নাতনীকে ফিরিয়ে আনবে প্রতিজ্ঞা করে, মোহন জজ সাহেবের নিকট বিদায় নিলো।

অনেক কষ্টে মোহন নাতনীর নাগাল পেলো। কিন্তু পাঞ্জাবীর মূর্ত্তি দেখে নাতনীর ভয়ের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না, বুঝতে পেরে, মোহন ভোল বদলে স্রেফ বাঙ্গালী মোহন সেজে নাতনীর সঙ্গে আলাপ জমাতে সুরু কর্লো। প্রেমের অভিনয়টা জমতো মন্দ নয়, কিন্তু নাতনীতো বড় সোজা নয়। অনেক পটিয়ে পাটিয়েও মোহন

শেষপর্য্যন্ত নাতনীকে বশে আন্‌তে পারলে না। ভীষণ একরোখা মেয়ে। নিজের জিদ বজায় রাখতে, অজানা জায়গায় অজানিত বিপদের সামনে একলা রাতে পথ চলতে প্রস্তুত, তবু মোহনের সাহায্য নেবে না। তার সান্নিধ্য অপ্রীতিকর না হলেও তার কাছে ধরা ছোঁয়া দেবে না। বেগতিক দেখে মোহন ধারা পালটালো। সাহায্য না করে নাতনীকে পদে পদে অপদস্থ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে লাগলো। ফলে নাতনী বিপদে পড়লেও, মোহনকে উপেক্ষা করবার জিদ তার আরও বেড়ে গেল।

শেষে মোহন হাল ছেড়ে দিয়ে যখন নাতনীকে তার গন্তব্য পথে তুলে দিয়ে নিজে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো, তখন কিন্তু খেয়ালী নাতনীর দেখা গেল আর এক নূতন রূপ। সে মোহনকে ছাড়লো না। গান গেয়ে, রঙ্গকরে, হেসে, খুনসুঁটি করে, চড়িভাতি করে মোহনকে খাইয়ে সে একেবারে মোহনকে মুঠোর মধ্যে করে ফেললে।

দুজনে যুক্তি হলো, নাতনীর দাদা মশাইয়ের কাছেই তারা ফিরে যাবে!

কিন্তু হায়! অলক্ষে নিয়তি হাসে! ষ্টেশনে এসে যখন তারা ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করছে, তখনই কোথা থেকে তাদের জীবনে এমন এক জট পাকালো যা সর্ব্বকল্পনার বাইরে মোহন গেছলো স্নান কত্তে- সেই ফাঁকে নাতনীর হাতে পড়লো এক খবরের কাগজ, যার সংবাদস্তম্ভে জজ সাহেবের নাতনীর নিরুদ্দেশের সংবাদ। সব পড়ে নাতনীর বুঝতে বাকি রইল না যে, মোহন ছদ্মবেশে দাদুরই প্রেরিত চর। মুহূর্ত্তে নাতনীর মন মোহনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠলো। মোহনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে ছুটে চললো টিকিট ঘরের দিকে।

অমিত রায় ছিলো নাতনীর ছেলেবেলার বন্ধু। সুশ্রী, সুদর্শন, শিক্ষিত যুবা—ধনবান। নাতনী উঠলো তারই আশ্রয়ে। আর স্নান সেরে ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে ফিরে এসে মোহন দেখলে—শূন্য ঘর তাকে ব্যঙ্গ করছে—কোথায় গেল,—কেমন করে তার সন্ধান হবে?—

কে তার সন্ধান কর্ব্বে? সে সন্ধানের ফল কি হবে? আন্ত-প্রাদেশিক বিবাহের সম্বন্ধ ও ভারত উদ্ধারের আদর্শ—নাতনীর প্রেম, ভালবাসা, এর পর কোন খাত বেয়ে চলবে?

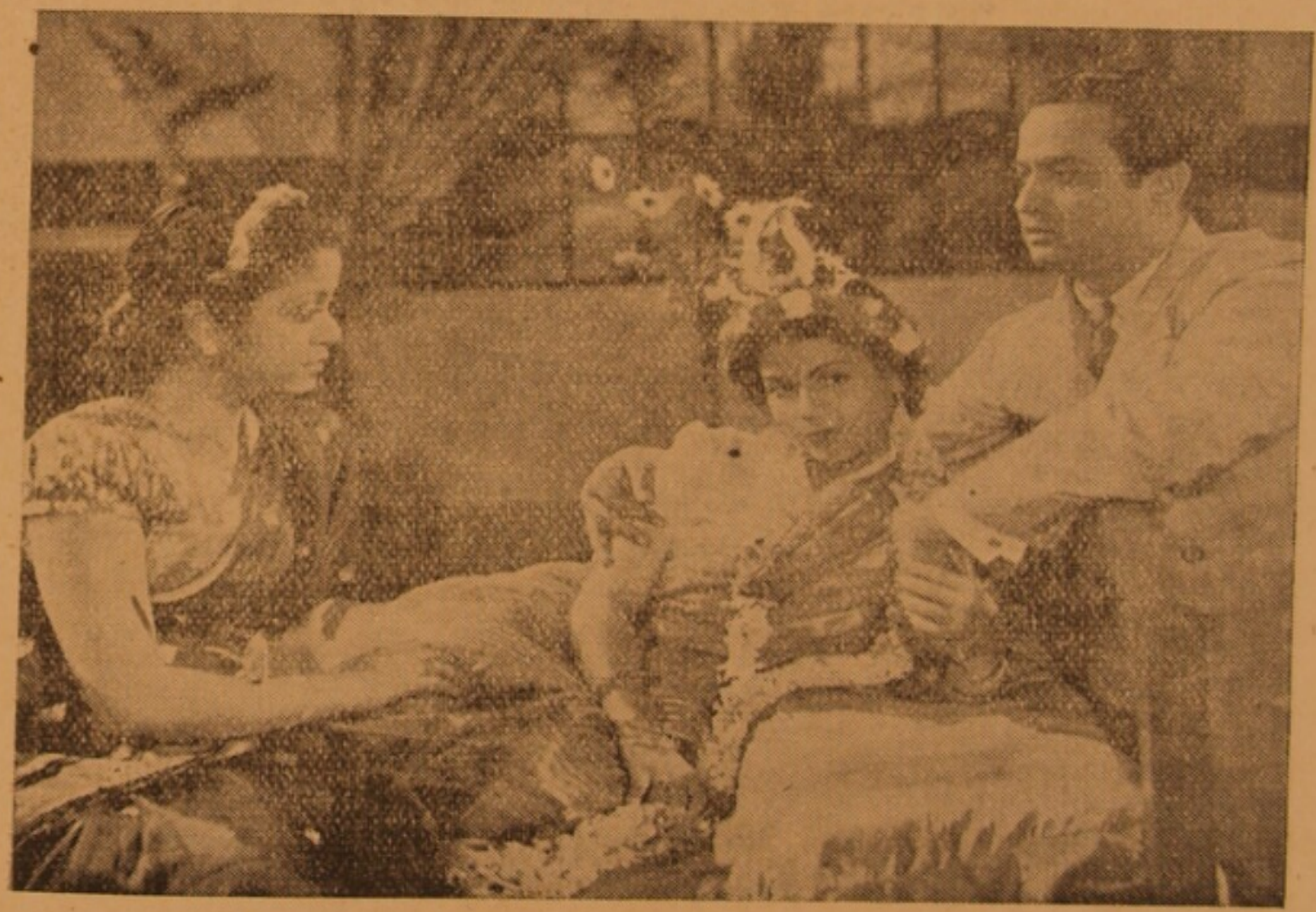

মোহন, অমিত রায়, জজ সাহেবের নাতনী এক মুহূর্ত্তে যে রহস্যের আড়ালে লুকিয়ে গেলো—রূপালী পর্দ্দা ভেদ করে, সেই রহস্যের সন্ধান করেই তো নিত্য—ফিরছেন বাঙ্গলার দর্শক।

সঙ্গীতাংশ

(১)

স্বপন সঙ্গীত

বেলা— মধুমালতীর কুঞ্জ আমার স্বপনে মুঞ্জরিও
পথিক-পবন বলে গেছে মোরে আসিবে পরাণ প্রিয়॥

১ম সখী। প্রিয়-গেছে তোর মনের সাগর পারে ;
প্রেমের মুকুতা সে গিয়াছে আনিবারে।
নয়নের-জলে যে মুকুতা ফলে সে যে চিরস্মরণীয়।

২য় সখী। প্রিয় গেছে তোর তুলিতে তারার ফুল ;
সে ফুলে রচিবে তোমার কানের দুল !
চাঁদের-মালাটী তোর গলে দিয়া হাসিবে সে রমণীয়।

৩য় সখী। প্রিয় গেছে তোর আনিতে প্রেমের সোণা
আশা মৃগ তোর তারি লাগি আনমনা
বিরহের দেশে সে সোনা মিলিবে জানি তোর বরণীয়

(২)

লীলার গান

বনের পাখী বাঁধলো বাসা
তোমার মনে কি গো
তোমার মনে ?
সে কি রে গান গেয়ে হায়
ফোটায় হিয়ার ফুলবনে॥

পাখী যে গাঁথে সুরের মালা
সে সুরে আছে প্রেমের জ্বালা
সে কিরে করলো হরণ
সুরের জালে আপন জনে

মেটাতে গানে প্রাণের ক্ষুধা
পাখী যে ঢালে সুরের সুধা
সে কি রে মনের দোসর
খুঁজতে কাঁদে বিধুর ক্ষণে ।

মুক্তি প্রতিক্ষায়
স্নেহপ্রভা ও সাহু মোদক
—অভিনীত—
নবযুগ চিত্রপটের—
হিন্দি চিত্রার্ঘ্য
লড়াই-কে-বাদ

SNEHAPRAVA IN
Navjug Chitrapat's
Ladai.ke.Bad

(৪)

বেলা ও মোহনের গান

(দ্বৈত)

রাত হোলো নিঝ্‌ঝুম
নয়নে জড়ায় ঘুম।
জাগে ঐ বনভূম
রুমঝুম রুমঝুম।
নূপুর বাজায়ে পায়
কোন্ পরী আসে যায়
ফুলে ফুলে দিয়ে চুম।
স্বপনের অঞ্জন
মন করে রঞ্জন
জানিনা, জানিনা হায়
মন খানি কি যে চায়
মনে রাঙা কুঙ্কুম॥

(৩)

মোহনের গান

বড় নষ্টামী দুষ্টামী করে চাঁদরে
নীল আকাশের ওই যে নীলাজ চাঁদ।
(পাতে) ছল কোরে ও আলোর জালে
মন ধরিবার ফাঁদ রে,
মন ধরিবার ফাঁদ।

মন করে আন্‌মনা
ওযে প্রেমের স্বপন সোনা
ওযে মন ধরিতে প্রাণের কূলে
চোরা বালির বাঁধ রে,
চোরা বালির বাঁধ ॥
ও হাসির ইসারায়
মনে মন ধরাতে চায়
এক নিমেষে কেমন কোরে
ঘটায় পরমাদ রে,
ঘটায় পরমাদ ॥

(৫)

বেলার গান

বেলা— পায়ে চলা পথ খানি সে দিগন্তে মিলায়
মিলায় মাটী নীল আকাশের পারে
হবে নাকি আবার দেখা তোমার সনে মোর
বন্ধু আমার এই পথেরই ধারে ?

(৬)

বেলার গান

তোমায় লয়ে চল্‌ব সেথায় হে অতিথি
আলোয় ছায়ায়-ঝরে যেথায়-পুলক প্রীতি ॥

(৭)

বেলার গান

বিদায় যদি নেবে বন্ধু নিও
শুধু যাবার আগে মনের রঙ্গে রঙ লাগাতে দিও
বিদায় নিও নিও।

(৮)

দ্বৈত গান

বেলা— আজকে মোরা খেলব দুটী-হরিণ-হরিণী
বাজ্‌বে পায়ে ঝরা পাতার নূপুর রিনি ঝিনি ॥
যেথা লতা পাতার ফাঁকে ফাঁকে
রৌদ্র ছায়া স্বপন থাঁকে—
যেথা নদীর গানে মিল্‌বে মোদের প্রাণের রাগিনী

(৯)

মোহন— ওগো চকিত-গামিনী হরিণী নয়না
তুমি ছিলে কোন, স্বপন লোকের কবির কল্পনা।
তুমি নব বসন্ত-গীতি
জানায়ে ফুলের-প্রীতি
এলে রূপ নিয়ে কিগো বাহির ধরায়
যে ছিলে মনের রচনা ?

(১০)

বেলা— এই খানেতেই আজকে মোরা বাঁধবো মোদের বাসা
পাখীর-গানে হেথায় জাগে ফুলের ভালবাসা ॥

(১১)

বেলার গান

ঝরা পাতায় ছেয়েছে মোর বন
এখানে নয় আসন তোমার
যে খানে মোর মন।
এ বনে নাই ফুল ফোটানোর পালা
কেমন করে গাঁথবো তোমার মালা
কূজন হারা বিভোল পাখী
এ বনে উন্মন ॥

হৃদয় আমার ছেয়েছে আজ অরূপ ফুলে ফুলে।
মুখর পাখী গাহিতে গান—
যায় না সেথায় ভুলে।
যে খানে হায় তোমার আমার লাগি
পরম প্রীতি পরাণে রয় জাগি
মিলন লাগি সেথায় এল পরম শুভক্ষণ।

(১২)

মোহনের গান

সে যে, এক জাপানী মেয়ে
যে আছে আমারি লাগি জানি পথ পানে
নীরবে চেয়ে।
চোখে-নীল কাজল মায়া, সাগরের সুনীল ছায়া,
বিদেশিনী তারে চিনি চিনি, আছে মোর স্বপন ছেয়ে—
চেরীফুল অলকে দুলে মুকুতা মালাটি তার গলে
চন্দ্রমল্লি-বনতলে গানে তার ভ্রমর ভুলে,—
ছন্দা সে বিলোল গতি-সাতরঙ্গা সে প্রজাপতি
আলো শিশিরের ঝরা তানে-ডাকে মোরে কি গান গেয়ে।

(১৩)

বেলার গান

আমি— আমি—
আমি গো, সেই জাপানী মেয়ে।
প্রজাপতির পাখায় চড়ি
আসবো তোমার স্বপন ভরি
বরণমালা দেবো তোমায় মন হারাবার
গান গেয়ে গেয়ে হে—
আমি সেই জাপানী মেয়ে॥

দ্রুত সমাপ্তির পথে

বম্বে টকীজের নবতম চিত্রার্ঘ্য

হামারী বাত

প্রধানাংশে

দেবীকারাণী ও জয়রাজ

সহ-ভূমিকায় :

শাহনওয়াজ, সুরেশ, মমতাজ আলী

চিত্রনাট্য : অমিয় চক্রবর্ত্তী

পরিচালক :

ধরমশী

সুরকার :

অনিল বিশ্বাস

বিরাট সঙ্গীতাকর্ষণ!

সায়গল ও খুরশীদ

অভিনীত—ছায়াচিত্রে ভক্ত কবির মহান জীবনী

ভক্ত সুরদাস

রঞ্জিৎ চিত্র

জ্যোতি সিনেমায় চলিতেছে

সায়গল ও খুরশীদ

অভিনীত আর একখানি অপূর্ব্ব চমকপ্রদ চিত্র

রঞ্জিৎ মুভিটোনের

তানসেন

তানসেন

(সম্রাট আকবরের সভার শ্রেষ্ঠ গায়ক)

পরিচালক ঃ

জয়ন্ত দেশাই

১৯৪০ সালেই প্রদর্শিত হইবে।

মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে ৩২এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত এবং শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ মজুমদার কর্ত্তৃক ঝরণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।